কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে

জান্নাত ও জাহান্নাম

শায়খ আফতাব উদ্দিন ফারুক

সূচিপত্র

জান্নাত ১৩

জান্নাত কী? ১৪

জান্নাত আট প্রকার ১৫

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ১৭

কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না ১৭

অশ্লীল কথা শুনা যাবে না ১৮

আর কখনও মৃত্যু হবে না ১৯

আসমান-যমীনের সমান প্রশস্ততা ২০

জান্নাতের দরজাসমূহ ২১

তারা হবেন, ধবধবে সাদা এবং ৬০ হাত লম্বা ২১

নিম্নতম জান্নাতীর মর্যাদা ২২

জান্নাতের স্তরসমূহ ২৩

মর্যাদাভেদে জান্নাতের প্রকারভেদ ২৫

বহুতল ভবন ও নির্ঝরিণী ২৬

সকল প্রকার মজাদার খাবারের ব্যবস্থা ২৬

যা চাবে তাই পাবে ২৭

এই সুখ কোনোদিন শেষ হবে না ২৮

পবিত্রা স্ত্রী হুরদের সাথে বিবাহ ২৮

জান্নাতী হুরেরা হবে কুমারী ২৯

উজ্জ্বল মণি-মুক্তার মতো সুন্দরী ৩০

সোনার খাটে মুখোমুখি হয়ে হেলান দিয়ে বসবে ৩১

হুরদের প্রাণ মাতানো সংগীত ৩২

অসংখ্য গিলমান থাকবে ৩২

কচিকাঁচা ছোট শিশুদের আপ্যায়ন ৩৩

জান্নাতীদের দৈহিক গঠন..... ৩৩
নদী ও ঝর্ণাসমূহ..... ৩৪
প্রাসাদ, কক্ষ ও তাঁবুসমূহ..... ৩৭
বৃক্ষ ও বিহঙ্গাকুল ৩৯
জান্নাতীদের আসবাবপত্র..... ৪১
সোনা-রূপার জান্নাত ৪২
জান্নাতের বাজারের বর্ণনা..... ৪২
জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও পানীয় ৪৩
প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না..... ৪৬
জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ..... ৪৬
জান্নাতের বিছানা..... ৪৮
জান্নাতবাসীদের অলঙ্কার ৪৯
জান্নাতীদের সৌন্দর্য ও সম্প্রীতি ৪৯
তারা একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় বসবাস করবে ৫০
জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান ৫০
একজনের জন্য দু'টি জান্নাত..... ৫১
সর্বাধিক বড় নেয়ামত আল্লাহর দর্শন লাভ ৫২
জান্নাত চাইতে হবে আল্লাহর কাছে..... ৫৪
জাহান্নাম..... ৫৯
জাহান্নাম কী ৬০
জাহান্নামের শ্রেণী বিন্যাস ৬২
জাহান্নামের নামসমূহ: ৬২
অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম ৬৫
জ্বিন, মানুষ ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হবে ৬৬
জাহান্নাম কাকে আহবান করবে? ৬৮
জাহান্নাম তৃপ্ত হবে না..... ৬৮
ভয়াবহ আজাবের সম্মুখীন ৬৯
পুঁজ পান করানো হবে..... ৭০
আগুনের পোশাক, গরম পানি ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে ৭১

যৌনাঙ্গ থেকে নিঃসৃত পঁচা পানীয় পান করানো হবে..... ৭১
জাহান্নামের গভীরতা অনেক.....৭২
উপরে ও নীচে আগুনের ছাতা ৭২
আকার আকৃতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে আজাব দেয়া হবে ৭৩
গায়ের চামড়া পরিবর্তন করে জ্বালানো হবে..... ৭৪
জাহান্নামীরা ছায়ার মধ্যে থাকবে ৭৫
জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় ৭৫
জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাবে ৭৮
জাহান্নামীরা আফসোস করবে.....৭৯
আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে.....৮০
জাহান্নামের আযাব স্থায়ী.....৮১
শিকলে বেঁধে দাহ্য আলকাতরার জামা পরানো হবে ৮১
জাহান্নামের আগুনের তেজ ৭০ গুন বেশি ৮৩
নিম্নতম শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি ৮৩
জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী ৮৪
জাহান্নামীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ৮৪
অপরাধীরা পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে ৮৫
প্রত্যেক জাহান্নামী দল পূর্ববর্তী দলকে দোষ দেবে.....৮৭
অনুসারীগণ নেতাদের শাস্তি দাবী করবে: ৮৮
সেখানে সবর করা না করা সমান হবে.....৮৯
শয়তানের দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা ৯০
হিসাব কঠিন হবে.....৯১
জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিকের নিকট অনুনয় বিনয়.....৯২

দোয়া ও অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদের মুমিন হিসেবে কবুল করেছেন। অগণিত অসংখ্য দরুদ ও সালাম নাবিয়ে রহমত হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

আমরা সবাই এই পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী জীবনের অস্থায়ী সময়সীমা নিয়ে এসেছি। দুনিয়া চিরদিন থাকার জায়গা নয়। একদিন সবাইকে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে। মৃত্যুর স্বাদ প্রতিটি প্রাণীকেই আস্বাদন করতে হবে। কিন্তু মৃত্যুই কি শেষ কথা? না, মৃত্যুই শেষ কথা নয়। এরপরেও আমাদের একটি জীবন আছে। মূলত সেটিই আসল জীবন। যাকে আমরা বলি আখেরাতের জীবন।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ-উল্লাস, হাসি-কান্না এসবই নিছক মায়াজাল। প্রকৃত অর্থে এর কোনো বাস্তবতা নেই। পক্ষান্তরে আখেরাতের শান্তি আর অশান্তিই মৌলিক ও আসল এবং সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। পরকালে যে শান্তির ঠিকানা পেয়েছে সেই মূলত সফলকাম। আর যে সেখানে অশান্তির দাবানলে জ্বলেছে সেই হয়েছে ব্যর্থ ও ধ্বংস।

তাই একজন মুমিনের জীবনে আখেরাতটাই হচ্ছে মূল, আখেরাতটাই তার উদ্দেশ্য। দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়েও যদি আখেরাত পাওয়া যায়, আখেরাতের সুখ ও শান্তির অধিকারী হওয়া যায় তাহলেও কামিয়াব। আর যদি আখেরাতে বঞ্চিত হয়ে সারা দুনিয়াও কেউ পেয়ে যায় তাহলেও সে অসফল, ব্যর্থ।

এর অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়া ছাড়াই আখেরাত পাওয়া যাবে। বরং এই দুনিয়াতে থেকেই আখেরাতের পুঁজি অর্জন করতে হবে। আর আখেরাতের পুঁজি তখনই সংগ্রহ করা সম্ভব যখন আখেরাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে। জান্নাত ও জাহান্নামের সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের সম্মুখে পরিস্কার হবে। আর এই

বিষয়টির প্রতি সম্পূর্ণ খেয়াল রেখে আমার শ্রদ্ধেয় ভগ্নীপতি শায়খ আফতাব উদ্দিন ফারুক সাহেব 'কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নাম' পুস্তকটি রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

আমি এই পুস্তকটির সার্বিক বিষয়বিন্যাস, ভাষাশৈলী সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতিসহ প্রত্যেকটি কথার উপস্থাপনকল্প দেখে যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি এবং আশান্বিত হয়েছি যে, এই পুস্তক অবশ্যই আল্লাহর কাছে মাকবুলিয়াতের স্তরে পৌঁছে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম ও মুসলমানের ঈমান-আমল হেফাযতের লক্ষ্যে কিতাব রচনা করা নিশ্চয় একটি 'সাদকায়ে জারিয়া'। উক্ত সাদকায়ে জারিয়ার সঙ্গে সহযোগী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে সবাইকে সঠিক পথের দিশা দান করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতের সফলতা দান করুন (আমিন)।

ডাঃ শাফিয়া খাতুন (নয়ন)

এম.বি.বি.এস, এম.পি.এইচ.

বারডেম হসপিটাল, ঢাকা।

জামাত

জান্নাত কী?

جنة এক বচন, বহুবচনে جنات, অর্থ ঘন সন্নিবেশিত বাগান, বাগ-বাগিচা। আরবীতে বাগানকে روضة (রওদ্বাতুন) এবং حديقة (হাদীকাতুন) -ও বলা হয়। কিন্তু جنات (জান্নাত) শব্দটি আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের নিজস্ব একটি পরিভাষা।

পারিভাষিক অর্থে জান্নাত বলতে এমন স্থানকে বোঝায়, যা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা দিগন্ত বিস্তৃত নানা রকম ফুলে ফুলে সুশোভিত সুরম্য অট্টালিকা সম্বলিত মনোমুগ্ধকর বাগান; যার পাশ দিয়ে প্রবহমান বিভিন্ন ধরনের নদী-নালা ও ঝর্ণাধারা। যেখানে চির বসন্ত বিরাজমান।

আমরা জান্নাতকে বেহেশতও বলে থাকি। এটি ফার্সী শব্দ। এখানে আমরা আরবী শব্দটিই ব্যবহার করবো।

জান্নাত তো জান্নাতই, এর তুলনা হয় না। এটি চিরশান্তির জায়গা। আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ-আহলাদের চরম ও পরম ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ভোগ-বিলাস ও পানাহারের আতিশয্য। জান্নাতীরা যা কামনা করবে কিংবা কোনো কিছু পাওয়ার আহবান জানাবে, সকল কিছু পাবে। সেখানে সবাই যুবক হয়ে বাস করবে। শরীরে কোনো রোগ-শোক, জরাজীর্ণতা, মন্দা, বার্ধক্য, দুর্বলতা ও অপারগতা থাকবে না। যত ধরনের ফল-ফলাদি, খাদ্য-খাবার, পানীয়, দুধ, মধু, সুস্বাদু খাবার সব খেতে পারবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান। সেগুলো স্বাদ ও গন্ধে অপূর্ব। আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমন-বিহার, খেলা-ধুলা, বেড়ানো, বাজার করা ও শুভেচ্ছা-স্বাগত জানাতে পারবে। প্রাচুর্যের কোনো অভাব হবে না। দ্রুতগামী যানবাহনসহ মনের ইচ্ছা চোখের নিমিষে পূরণ করতে পারবে।

নারীদের জন্য থাকবে নয়নাভিরাম স্বামী এবং স্বামীদের জন্য থাকবে নয়নাভিরাম স্ত্রী ও রূপবতী লাবণ্যময়ী হুর। তারা সেখানে সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবন-যাপন করবে। মানুষ সেখানে পেশাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা থেকে মুক্ত এবং নারীরা ঋতুমুক্ত হবে।

এক কথায়, পরম ও চরম শান্তি বলতে যা বুঝায়, তা সবই জান্নাতে পাওয়া যাবে। দুনিয়ার সুখ-শান্তির যত ব্যবস্থা আছে, জান্নাতের সুখ-শান্তির তুলনায় তা কিছুই

না। বরং তা দুনিয়ার সকল আরাম-আয়েশকে হার মানাবে। মানুষ সুখ পেতে চায়। তাই পরম সুখ লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

জান্নাতের ব্যাপক পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এক বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٧﴾ [السجدة: ١٧]

'কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে। ' (সুরা সাজদাহ: ১৭)

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন এরশাদ করেন,

«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ»

'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনে নি এবং এমনকি কোনো মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। এরপর তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ো। যার অর্থ হলো: 'কেউ জানে না, তার জন্য কি কি নয়নাভিরাম বিনিময় লুকায়িত আছে। ' (বুখারী, ৩২৪৪; মুসলিম, ২৮২৪)

জান্নাত আট প্রকার

আট প্রকার জান্নাতের কথাই আল-কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকারগুলো হচ্ছে :

১- জান্নাত: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

﴿ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٢﴾ [النحل: ٣٢]

'জান্নাতে প্রবেশ কর, যে আমল তোমরা করতে তার কারণে। সুরা আন-নাহাল আয়াত: ৩২

২- দারুস-সালাম: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

﴿وَاللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسْتَقِيمٖ ٢٥﴾ [يونس: ٢٥]

'আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন সরল পথের দিকে' সুরা ইউনুস, আয়াত: ২৫

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও এরশাদ করেন,

﴿لَهُمۡ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمۡۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٢٧﴾ [الانعام: ١٢٧]

'তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে শান্তির আবাস এবং তারা যে আমল করত, তার কারণে তিনি তাদের অভিভাবক'। সুরা আল-আনয়াম, আয়াত: ১২৭

৩- দারুল খুলুদ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٖۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡخُلُودِ ٣٤﴾ [ق: ٣٤]

'তোমরা তাতে শান্তির সাথে প্রবেশ কর। এটাই স্থায়িত্বের দিন' সুরা ক্বাফ, আয়াত: ৩৪।

৪- দারুল মুকামাহ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ٱلَّذِيٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلۡمُقَامَةِ مِن فَضۡلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ ٣٥﴾ [فاطر: ٣٥]

'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী নিবাসে স্থান দিয়েছেন, যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না সুরা ফাতের, আয়াত: ৩৫।

৫- জান্নাতুল মাওয়া : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿عِندَهَا جَنَّةُ ٱلۡمَأۡوَىٰٓ ١٥﴾ [النجم: ١٥]

'যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত' সুরা আন-নজম, আয়াত: ১৫ ।

৬- জান্নাতু আদন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَأۡتِيّٗا ٦١﴾ [مريم: ٦١].

'তা চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন গায়েবের সাথে। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদা-কৃত বিষয় অবশ্যম্ভাবী' সুরা মারয়াম, আয়াত: ৬১। ।

৭- আল ফিরদাউস: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ١٠٧

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস' সুরা কাহাফ, আয়াত: ১০৭।

৮- জান্নাতুন নাঈম: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ ٨﴾ [لقمان: ٨]

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিআমতপূর্ণ জান্নাত;'

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য্য শ্যামলতা কখনো ম্লান হবে না। এমন কি গোটা জান্নাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يَرَوۡنَ فِيهَا شَمۡسٗا وَلَا زَمۡهَرِيرٗا ١٣﴾ [الانسان: ١٣]

অর্থাৎ- 'তাদেরকে সেখানে (জান্নাতে) না সূর্যতাপ জ্বালাতন, করবে না শৈত্য প্রবাহ। ' (সুরা দাহর: ১৩)

কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না

পৃথিবীতে মানুষ যতো বিত্তশালী হোক এবং যতো সুখ-শান্তিই ভোগ করুক না কেন তবু কোনো না কোনো দুঃখ বা অশান্তি থাকেই, কোনো মানুষের পক্ষেই